বণিক বার্তা
21 JUN 2025

গম রফতানিতে অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বব্যাপী গম রফতানিতে শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম অস্ট্রেলিয়া। দেশটি বিশ্বের মোট গম বাণিজ্যের ১০-২০ শতাংশের জোগান দেয়। তবে ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার গম রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিল। সে সময় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলসে খরার কারণে উৎপাদন হ্রাস এবং চীন থেকে চাহিদার ধীরগতি রফতানি কমার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। যদিও গত বছর পুনরুদ্ধারের ফলে অস্ট্রেলিয়া থেকে গম রফতানি ২৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার গম রফতানির প্রধান গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও জাপান

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	১,১৭,৬০,০০০	৯.২২%
১৯৯১	৭১,০৩,০০০	-৩৯.৬০%
১৯৯২	৯৮,৫৩,০০০	৩৮.৭২%
১৯৯৩	১,৩৭,০৭,০০০	৩৯.১১%
১৯৯৪	৬৩,৫৪,০০০	-৫৩.৬৪%
১৯৯৫	১,৩৩,১১,০০০	১০৯.৪৯%
১৯৯৬	১,৯২,২৫,০০০	৪৪.৪৩%

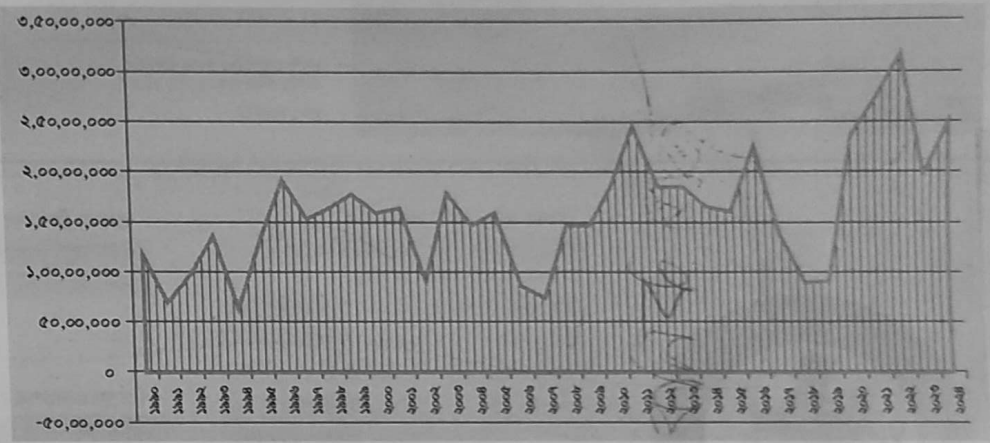

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১,৫৩,৪৩,০০০	-২০.১৯%
১৯৯৮	১,৬৪,৭৩,০০০	৭.৩৬%
১৯৯৯	১,৭৮,৪৪,০০০	৮.৩২%
২০০০	১,৫৯,৩০,০০০	-১০.৭৩%
২০০১	১,৬৪,০৯,০০০	৩.০১%
২০০২	৯১,৪৬,০০০	-৪৪.২৬%
২০০৩	১,৮০,৩১,০০০	৯৭.১৫%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	১,৪৭,২২,০০০	-১৮.৩৫%
২০০৫	১,৬০,১২,০০০	৮.৭৬%
২০০৬	৮৭,২৮,০০০	-৪৫.৪৯%
২০০৭	৭,৪,৮৭,০০০	-১৪.২২%
২০০৮	১,৪৭,৪৭,০০০	৯৬.৯৭%
২০০৯	১,৪৮,২৭,০০০	০.৫৪%
২০১০	১,৮৬,০০,০০০	২৫.৪৫%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২,৪৬,৬১,০০০	৩২.৫৯%
২০১২	১,৮৬,৪৭,০০০	-২৪.৩৯%
২০১৩	১,৮৬,১৫,০০০	-০.১৭%
২০১৪	১,৬৫,৯১,০০০	-১০.৮৭%
২০১৫	১,৬১,১৯,০০০	-২.৮৮%
২০১৬	২,২৬,৩৯,০০০	৪০.৪৫%
২০১৭	১,৩৮,৪৯,০০০	-৩৮.৮৩%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	৯০,০২,০০০	-৩৫.০০%
২০১৯	৯১,৩৬,০০০	১.৪৯%
২০২০	২,৩৭,৭৩,০০০	১৬০.২১%
২০২১	২,৭৫,১১,০০০	১৫.৭২%
২০২২	৩,১৮,২৫,০০০	১৫.৬৮%
২০২৩	১,৯৮,৩৯,০০০	-৩৭.৬৬%
২০২৪	২,৫০,০০,০০০	২৬.০১%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বণিক বার্তা

21 JUN 2025

বিশ্ববাজারে সপ্তাহজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে প্রায় ৪ শতাংশ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে চলতি সপ্তাহে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে প্রায় ৪ শতাংশ। তবে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে কিনা সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন। সিদ্ধান্ত বিলম্ব হওয়ার এ খবরে গতকাল জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমেছে। খবর রয়টার্স।

অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্টের দাম গতকাল ব্যারেলে ১ ডলার ৫৭ সেন্ট বা ২ শতাংশ কমেছে। প্রতি ব্যারেলের মূল্য স্থির হয়েছে ৭৭ ডলার ২৮ সেন্টে। যদিও এ সময় দাম বেড়েছে মার্কিন বাজার আদর্শ ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই)। বাজারে গতকাল জুলাইয়ে সরবরাহের চুক্তিতে ডব্লিউটিআইয়ের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি ৭৫ ডলার ৬৬ সেন্ট। এটি এর আগের তুলনায় ৫২ সেন্ট বা দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। আর আগস্টে সরবরাহ চুক্তিতে প্রতি ব্যারেল ডব্লিউটিআইয়ের দাম গতকাল ছিল ৭৪ ডলার ৬ সেন্ট, যা আগের তুলনায় ৫৬ সেন্ট বা দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ইরানের পারমাণবিক লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েল হামলা চালানোর পর এবং ইরান পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালালে জ্বালানি তেলের দাম এক লাফে প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে যায়। ওপেকের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি তেল উত্তোলনকারী দেশ ইরান ও ইসরায়েল উভয় পক্ষই এখনো যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে আসার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি।

এ বিষয়ে পিভিএম অ্যানালিস্ট জন ইভানস বলেন, 'বিশ্ববাজারে ২০২৫ সালের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি তেলের সরবরাহ রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে যদি দৈনিক দুই কোটি ব্যারেল জ্বালানি তেলের সরবরাহ ব্যাহত হয়, এমনকি তা অল্প সময়ের জন্য হলেও পরিস্থিতি পাল্টে যাবে।'

ইরান এর আগেও পশ্চিমা চাপের জবাবে হরমুজ প্রণালি বন্ধের হুমকি দিয়েছে। এ প্রণালি বন্ধ হলে বৈশ্বিক জ্বালানি তেল সরবরাহ ও বাণিজ্যে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

কিছু শিপিং সূত্র জানিয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বর্তমানে ওমান উপকূল ঘেঁষে চলাচল করছে। বিভিন্ন সামুদ্রিক সংস্থা তাদের ইরানের জলসীমা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

প্যানমুর লিবারামের বিশ্লেষক অ্যাশলি কেলটি বলেন, 'ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনার কারণে জ্বালানি তেলের দামে বর্তমানে ব্যারেলপ্রতি ১০ ডলার হারে বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তবে শিগগিরই দাম ব্যারেলে ৬০ ডলারে নেমে যেতে পারে।'

তবে তিনি জানিয়েছেন, 'ইসরায়েল যদি ইরানের রফতানি অবকাঠামোয় আঘাত হানে বা ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে পণ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করে তাহলে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারে পৌঁছতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে চলতি সপ্তাহে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে প্রায় ৪ শতাংশ। তবে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে কিনা সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন। সিদ্ধান্ত বিলম্ব হওয়ার এ খবরে গতকাল জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমেছে

প্রথম আলো
21 JUN 2025

চামড়ার দেশেই বিপুল চামড়া আমদানি

চামড়াশিল্প

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১৬ সালে চামড়াপণ্যের রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। এখনো তা একই অবস্থায় রয়েছে।

- উন্নত দেশে জুতা রপ্তানি করতে আন্তর্জাতিক এলডব্লিউজি সনদ থাকতে হয়।
- চামড়া প্রক্রিয়াকরণব্যবস্থা সিইটিপি মানসম্পন্ন না হওয়ায় এ সনদ পাওয়া যাচ্ছে না।
- দেশের মাত্র ৮টি প্রতিষ্ঠানের এলডব্লিউজি সনদ রয়েছে।

ইয়াহইয়া নকিব, *ঢাকা*

দেশে নিজস্ব কাঁচামালনির্ভর রপ্তানিপণ্যের মধ্যে চামড়া অন্যতম। এটি দেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানিপণ্য, যা এখন নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। পরিবেশ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকায় আন্তর্জাতিক সনদ মিলছে না। গত এক দশকে চামড়ার দাম না বেড়ে উল্টো কমেছে বলা যায়। বিদেশের বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। শুধু কি তাই? কাঁচা চামড়ার জন্য প্রসিদ্ধ এই দেশে এখন বিদেশ থেকে চামড়া আমদানি করতে হচ্ছে। এ জন্য বছরে ব্যয় হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, উন্নত দেশে জুতা রপ্তানি করতে গেলে আন্তর্জাতিক লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ থাকতে হয়; কিন্তু দেশে চামড়া প্রক্রিয়াকরণব্যবস্থা তথা সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) সেই মানের না হওয়ায় এ সনদ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নিজেদের চামড়া গুণগত মানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দেশের রপ্তানিমুখী জুতা কোম্পানিগুলোকে চীন, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে চামড়াপণ্য আমদানি করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ১ হাজার ৪৯৬ কোটি টাকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য আমদানি করা হয়, যা এর আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ১ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা। আর চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অক্টোবর-মার্চ ছয় মাসে আমদানি হয়েছে প্রায় ৮ কোটি ডলার বা ৯৭৬ কোটি টাকার চামড়াপণ্য। এসব আমদানির মধ্যে রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী, ভ্রমণব্যাগ, হাতব্যাগ, পশুর নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি পণ্য ও ঘোড়ার সাজসজ্জার সামগ্রী ইত্যাদি।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. আবু ইউসুফ প্রথম আলোকে বলেন, এলডব্লিউজি সনদ পেতে মোট ১৭১০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বর পেতে হয় সিইটিপিতে; কিন্তু সরকার এটা ঠিকভাবে নির্মাণ করতে পারেনি। তাই সাভারের ১৫-১৬টি ট্যানারি মানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এলডব্লিউজি সনদ পাচ্ছে না। তাই চামড়ার চাহিদা বাড়ানো যাচ্ছে না, উপযুক্ত দামও মিলছে না।

মো. আবু ইউসুফ বলেন, 'দেশের ট্যানারিগুলো আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কমপ্লায়েন্ট না হওয়ায় তাঁদের বাধ্য হয়ে বিদেশ থেকে চামড়া আমদানি করতে হয়। যদিও আমাদের দেশের চামড়া যথেষ্ট গুণগত মানসম্পন্ন। ২০১৬ সালে আমাদের ১ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ১২০ কোটি ডলারের চামড়া পণ্য রপ্তানি হতো। ১০ বছর পর রপ্তানি এখনো সেই এক বিলিয়ন ডলারের আশপাশেই রয়েছে। অথচ একই সময়ে ভিয়েতনাম এটা ২০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করে ফেলেছে।'

. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য অনুযায়ী, দেশের অভ্যন্তরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার বা সাড়ে ৩৬ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত স্থানীয় বাজারে ৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে দেশের এ খাতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর চামড়া প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত আছে ২৫০টির বেশি ট্যানারি। চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯০টির মতো। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮-১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়ায় এখানে প্রতিবছর কোরবানির ঈদে কমবেশি এক কোটি পশু কোরবানি হয়। এ বছর দেশব্যাপী কোরবানি হয়েছে ৯১ লাখের বেশি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪ লাখ ৯ হাজার। তার আগের বছরও এক কোটির বেশি পশু কোরবানি হয়েছিল। অর্থাৎ শুধু ঈদের তিন দিনেই এক কোটি চামড়া পাওয়া যায়। এর ওপর সারা বছর তো পশু জবাই হয়।

এত বেশি পরিমাণ চামড়ার জোগান থাকা সত্ত্বেও ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে রপ্তানি করা যাচ্ছে না। ইউরোপভিত্তিক লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ না থাকায় উন্নত দেশের বাজার সংকুচিত হয়ে এসেছে। তাই বাধ্য হয়ে কম মূল্যে চীনের কাছে চামড়া রপ্তানি করতে হচ্ছে। আর সেই চামড়া নিয়ে চীনারা ইতালিসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার কোরিয়ার মতো বড় বড় বাজারে রপ্তানি করে সুবিধা নেয়।

দেশের মাত্র আটটি প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক এলডব্লিউজি সনদ রয়েছে। টিকে গ্রুপের চট্টগ্রামভিত্তিক রীফ লেদার লিমিটেড ২০১৫ সালে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করে ২০১৯ সালে এ সনদ পায়। সনদ থাকায় প্রতিষ্ঠানটি ইতালি, স্পেন, জাপান, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ও ভারতে চামড়া রপ্তানি করতে পারছে।

রীফ লেদারের পরিচালক মোখলেসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'এলডব্লিউজি সনদ ছাড়া ইউরোপের প্রতিষ্ঠানগুলো চামড়া নিতে চায় না। তাই যাঁরা জুতা বা ব্যাগ রপ্তানি করেন, তাঁদের বাধ্য হয়ে চামড়া আমদানি করতে হয়। সনদ থাকায় আমাদের অনেক বায়ার রয়েছে। তাই আমরা দর-কষাকষি করে প্রতি বর্গফুট চামড়া দেড় ডলারে বিক্রি করতে পারি; কিন্তু সাভারের ট্যানারিগুলো এটা পারে না। বাধ্য হয়ে তারা অর্ধেক দামে চীনের কাছে চামড়া বিক্রি করে। আরও ২০টি প্রতিষ্ঠানের যদি এলডব্লিউজি সনদ থাকত, তাহলে বিদেশ থেকে এত চামড়া আমদানি করতে হতো না।'

ট্যানারির মালিকদের সূত্রে জানা গেছে, এ বছর তাঁরা ৮৫ থেকে ৯০ লাখ চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। গত বছর চামড়া সংগ্রহ করেছিলেন ৯৫ লাখ। তবে এবার ঈদে পশু কোরবানি কম হওয়ায় চামড়ার সংগ্রহ কিছুটা কমতে পারে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) রপ্তানির তথ্যমতে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চামড়া রপ্তানি হয়েছিল ১৪ কোটি ২০ লাখ ডলারের, যা এর আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ১২ কোটি ৩০ লাখ ডলার। যদিও দুই অর্থবছরেই সার্বিক চামড়াপণ্যের রপ্তানি ছিল এক বিলিয়ন ডলারের বেশি।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) নির্বাহী পরিচালক মো. আবু ইউসুফ বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজার বাড়ানো না গেলে চামড়ার চাহিদা বাড়বে না। এ জন্য কমপ্লায়েন্সের বিকল্প নেই। তাই এখন একটি বিগ পুশ (বড় ধাক্কা) প্রয়োজন। বিসিক থেকে বের হয় চামড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। চামড়া খাতে যোগ্য অভিভাবক দরকার।'

এলডব্লিউজির তথ্য বলছে, এখন পর্যন্ত ভারতের ৩৩৭টি, চীনের ২৬৯টি, পাকিস্তানের ৬২টি, তাইওয়ানের ২৪টি, ভিয়েতনামের ২৭টি আর বাংলাদেশের মাত্র ৮টি প্রতিষ্ঠান এলডব্লিউজি সনদ পেয়েছে।

সিইটিপিসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিকের চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা সিইটিপির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছি। নতুন করে সাত-আটটি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এতে তারা ১০ হাজার কিউবিক মিটার বর্জ্য নিজেরাই পরিশোধন করতে পারবে। আর আমরা বিদ্যমান সিইটিপির সক্ষমতা ১৫ হাজার কিউবেক মিটার থেকে ২৫ হাজার মিটার করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে বাজেট চেয়েছি। এটা করা গেলে সক্ষমতা দাঁড়াবে ৩৫ হাজার কিউবিক মিটারে, যা দিয়ে পিক সময়ে চাহিদা মেটানো যাবে। তা ছাড়া ইউরোপীয় অর্থায়নে ইতালি একটি জরিপ করছে। এক বছরের মধ্যে তারা প্রতিবেদন দেবে। বিদ্যমান সক্ষমতা বৃদ্ধি কিংবা নতুন সিইটিপি করার বিষয়ে তাদের প্রতিবেদনের আলোকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

CamScanner